নিষিদ্ধ মোবাইল হাতে পুলিশ

রিপোর্ট **বদরুদ্দোজা বাবু**

৮নবেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি আদেশ জারি করে। আদেশে বলা হয়, থানার ওসি থেকে শুরু করে কনস্টেবল পর্যন্ত সাতটি পদমর্যাদার কর্মকর্তা ও সদস্যরা মোবাইল ব্যবহার করতে পারবে না। এই নির্দেশের পরও যারা মোবাইল ব্যবহার করবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। আদেশটি সব পুলিশ কমিশনার, সব রেঞ্জের ডিআইজি ও ৬৪ জেলার পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই আদেশের পরও কি পুলিশ মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করেছে? প্রকাশ্যে পুলিশের মোবাইল ব্যবহার কিছুটা কমলেও ওসি এবং এসআইরা ঠিকই মোবাইল ব্যবহার করছে।

সাপ্তাহিক ২০০০, ২৬ অক্টোবর ২০০১ সংখ্যায় 'বেতন ৪৫০০ মোবাইল বিল ৭০৭০' শিরোনামে একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয় পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টরের বেতন এবং মোবাইল বিলের মধ্যে অসঙ্গতি। ওসি, এসআই প্রতিমাসে মোবাইল বিলের পেছনে যে টাকা খরচ করে তা তার বেতনের প্রায় দ্বিগুণ। প্রশ্ন করা হয়েছিল, এই বাড়তি টাকা আসে কোথা থেকে? এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন সবাই।

কিন্তু এটা প্রমাণিত যে, পুলিশের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের যোগাযোগ রয়েছে। এরকম অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে অভিযানের আগেই সন্ত্রাসী সটকে পড়েছে এবং তা হয় পুলিশের সহায়তায়। ১৫ ফেব্রুয়ারি সারা ঢাকায় বিডিআর বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। প্রতিবারের মতো বিডিআর তাদের সঙ্গে পুলিশ নেয়নি। কারণ অভিযানের খবর আগেই ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। বিডিআর ঐ রাতে অভিযান চালিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে কয়েকজন ক্যাডারকে ধরতে সক্ষম হয়। সূত্র থেকে জানা যায়, ঐ ক্যাডারদের প্রায় সবার মোবাইলে ডিবি পুলিশের একজন এডিসি'র মোবাইল নম্বর পাওয়া যায়। লালবাগের একজন সন্ত্রাসীর বাসায় বিডিআর অভিযান চালালে তাকে পায়নি বিডিআর। সে সময় ঐ বাসার নম্বরে একটি ফোন আসে। বিডিআর অফিসার রিসিভার ওঠায়। ওপাশ থেকে বলা হয়, 'আমি লালবাগ থানার ডিউটি অফিসার। বিডিআর বিশেষ অভিযানে নেমেছে। আপনি পালিয়ে যান।' এই যদি হয় পুলিশের দায়িত্ব পালন তাহলে সেই পুলিশকে নিয়ে কীভাবে সন্ত্রাসী ধরা সম্ভব?

পুলিশের সঙ্গে যে সন্ত্রাসীদের সখ্য রয়েছে একথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানে। এবং মোবাইলের মাধ্যমেই তারা সে যোগাযোগ চালিয়ে যায়। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঢাকার আট জন সংসদ সদস্যদের নিয়ে একটি মিটিং করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সেই মিটিংয়ে ঢাকা-৪

ডিএমপির ২২টি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (ওসি) মোবাইল নম্বর

উত্তরা থানা	ফজলুর রব	০১৭২৪৩৫৮০
বিমানবন্দর থানা	শাহাদত হোসেন	০১৭৮২৭০৩০
ক্যান্টনমেন্ট থানা	আব্দুল হানিফ	০১৭৩৪৪২৪৭
কাফরুল থানা	হেলাল উদ্দীন	০১৭৮২৪৮১৪
পল্লবী থানা	সাউদ আহসান	০১৭৬৬০০২৪
মিরপুর থানা	মাহফুজুল আলম	০১৭৮২৪৭৭০
মোহাম্মদপুর থানা	নূর আহম্মদ	০১৭৩০৬০৬০
ধানমন্ডি থানা	নাজমুল ইসলাম	০১৭৮৭৬৮৮০
লালবাগ থানা	মোঃ রুহুল আমীন	০১৭১৪১০৮৮
কোতোয়ালি থানা	মাহবুবুর রহমান	০১৭২৬০৮৮৭
সূত্রাপুর থানা	মোঃ রবিউল ইসলাম	০১৭৩৪৬০৭৮
ডেমরা থানা	আব্দুল হান্নান	০১৭৬৯২২৭৬
মতিঝিল থানা	এসএম মহীউদ্দীন	০১৭৬২৯৬৩৩
রমনা থানা	সাইফুর রহমান বাবুল	০১৭৪২২৬৩৬
খিলগাঁও থানা	নাসির আহমেদ	০১৭৩৫০০৯০
সবুজবাগ থানা	আব্দুল মোতালিব	০১১৮৭৮০৬০
		০১৭৮৪২৮৯০
বাড্ডা থানা	শাহ মো ঃ আজাদ	০১৭৩৬৩৩৮২
গুলশান থানা	ইফতেখার হোসেন	০১৭৮২৮৫১৯
কামরাঙ্গীর চর থানা	আব্দুন নূর	০১৭৩৩৭০৪৮
হাজারীবাগ থানা	মো ঃ শামসুদ্দীন সালেউদ্দীন চৌধুরী	০১৭৮১১৬৫৯
তেজগাঁও থানা	হুমায়ুন কবির সরকার	০১৭১৭৩৪১৫

আসনের সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ পুলিশের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের যোগাযোগ থাকার বিষয়ে সরাসরি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন পুলিশ মোবাইলের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। অন্য সাংসদরাও তার বক্তব্য সমর্থন করেন। এ কথা স্বীকার করেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাতটি পদমর্যাদার পুলিশের মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। তারপরও পুলিশ মোবাইল ব্যবহার করছে, সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে দেখা যায়, ডিএমপির মোট ২২টি থানার সব ওসির মোবাইল নম্বর আছে। প্রায় সব ওসি ঢাকায় নতুন পোস্টিং নিয়ে এলেও তাদের সবার হাতেই রয়েছে মোবাইল। ডিএমপির এই ওসিদের মোবাইর নম্বর সংগ্রহের জন্য ২০০০-এর পক্ষ থেকে ফোন করা হয় থানাগুলোতে। কয়েকটি থানার ডিউটি অফিসারের কাছে সাংবাদিক পরিচয়ে ফোন নম্বর চাইলে তারা বলে, 'ওসি সাহেবের মোবাইল নেই'। কিন্তু পরিচয় গোপন করে মোবাইল নম্বর চাইলে তখন পাওয়া যায় নম্বর। শুধু ওসি নন, বেশির ভাগ সাব-ইন্সপেক্টর এখনও মোবাইল ব্যবহার করেন। তবে তারা এখন বুক পকেটে মোবাইল না রেখে শার্টের ভেতরে মোবাইলটি লুকিয়ে রাখেন। সারা দেশের এসআই, ওসিদের একই অবস্থা। দাউদকান্দি থানার সাব-ইন্সপেক্টরর সাইদুর কোমরে মোবাইল ঝুলিয়ে দাউদকান্দি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষায় ডিউটিতে ছিলেন। তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় আপনাদের মোবাইল ব্যবহার নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও আপনি কেন মোবাইল সঙ্গে রাখছেন? উত্তরে তিনি ২০০০কে বলেন, 'এটা আমার মোবাইল নয়, আমার এক বন্ধুর।' এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি কনস্টেবলকে দিয়ে মোবাইলটি গাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

ব্যক্তিগত টাকায় পুলিশ এই মোবাইল কিনলেও ব্যবহার করেন ডিউটিরত অবস্থায়। ২০০০-এর অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে এর সত্যতা। ওয়ার্লেস সিস্টেম থাকার পরও মোবাইল ব্যবহারের যৌক্তিকতা নিয়ে মতিঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসএম মহিউদ্দিনকে তার মোবাইলে ফোন করলে তিনি ২০০০কে বলেন, 'মোবাইল কেন ব্যবহার করবো না? দেশের কাজে মোবাইল ব্যবহার করি। সোর্সের কাছ থেকে মোবাইলে খবর পেয়ে সন্ত্রাসী ধরতে পারি।'

প্রতিটি থানায় ডিএমপির টেলিফোন নম্বরগুলো একটি খাতায় লিখে রাখা হয়। ধানমন্ডি থানায় ও এরকম একটি বড় কাগজে নম্বরগুলো টুকে রাখা হয়েছে। সরেজমিনে ধানমন্ডি থানায় গিয়ে দেখা যায়, এই কাগজের পেছনে থানার ওসি ও এসআইদের মোবাইল নম্বর লিখে রাখা হয়েছে। প্রায় ১২/১৫টি মোবাইল নম্বর লেখা রয়েছে সেখানে। পুলিশের মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ হবার আগে নম্বরগুলো লেখা থাকতো ওপরের পৃষ্ঠায়। আর এখন লেখা হয় শেষের পৃষ্ঠায়। উন্নতি শুধু এতটুকু। ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাজমুল ইসলামের মোবাইলে ডিউটিরত অবস্থায় ফোন করলে তিনি বলেন, 'আমি এখন ব্যস্ত আছি। এ প্রসঙ্গে আমি কথা বলবো না। আপনার যা জানার ডিএমপি থেকে জেনে নিন।'

সূত্র জানায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পুলিশের মোবাইল ব্যবহার সংক্রান্ত আদেশ জারি হবার পর যে সব পুলিশের মোবাইল ছিল তাদের বেশিরভাগই নম্বরগুলো পরিবর্তন করে নেয়। ডিএমপি থেকে কিছু নম্বর সিজ করা হয়। ঐ পর্যন্তই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এরপর আর বেশি এগোয়নি। আদেশ জারি করেই তারা তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। ডিএমপির একটি সূত্র জানায়, সাতটি পদমর্যাদায় পুলিশ যদি মোবাইল ব্যবহার করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে তা মন্ত্রণালয় জানে না। শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য পুলিশের দুই ধরনের শাস্তি হতে পারে। লঘুদন্ড ও গুরুদন্ড। ইনক্রিমেন্ট বন্ধ, প্রমোশন বন্ধ—এসব মাধ্যমে লঘুদন্ড দেয়া হয়ে থাকে। গুরুদন্ডের মধ্যে রয়েছে চাকরি থেকে বরখাস্ত, এক র‍্যাঙ্ক নিচে নামিয়ে দেয়া, অবসর ইত্যাদি। মোবাইল ব্যবহার করলে এই দুই ধরনের শাস্তির মধ্যে কোনটি দেয়া হবে তা ডিএমপি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানে না। আর এ কারণেই পুলিশের মোবাইল ব্যবহার থামেনি। এমনকি অনেক এসআই, ওসি অস্বীকার করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই আদেশ। ২০০০-এর পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ ব্যাপারে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান।

মোহাম্মদপুর থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নূর আহম্মদকে তার মোবাইলে ফোন করা হয় দুপুর আড়াইটায়। তিনি তখন থানায় ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের চাকরি করলে বুঝবেন মোবাইলের কি প্রয়োজন রয়েছে। অফিসের কাজে আমি আমার মোবাইল ব্যবহার করি।' সন্ত্রাসীর সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করা হয় এই মোবাইলের মাধ্যমে?— এই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, থাকতে পারে। কিন্তু দুই-একজনের জন্য সবার মোবাইল ব্যবহার নিষেধ হতে পারে না।' লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুহুল আমীন তার গ্রামীণের মোবাইল ফোনে বলেন, 'মোবাইল ফোন ছাড়াও পুলিশ সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে। আর দুইএকজন দুর্নীতিবাজ লোকজনের জন্য সব পুলিশকে দোষ দেয়া ঠিক না।' এই সব পুলিশ তাদের নিজেদের পক্ষে সাফাই গাইলেও এড়াতে পারবেন না এই অভিযোগ থেকে।

ফেব্রুয়ারি মাসে নগরীর টপ টেরর কালা জাহাঙ্গীরকে গভীর রাতে ধরার জন্য ভাষানটেক বস্তিতে পুলিশ, ডিবি পুলিশ অভিযান চালায়। পুলিশ সেখানে পৌঁছানোর আধ ঘন্টা আগে কালা জাহাঙ্গীর পালিয়ে যায়। জানা যায়, পুলিশের একজন অভিযানের খবরটি ফাঁস করে দেয়।

গুলশান থানা, কাফরুল থানা, পল্লবী থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মোবাইলে ফোন করা হয় দুপুর তিনটার দিকে। তখন তারা সবাই ডিউটিতে ছিলেন। অফিসিয়াল নয়, ব্যক্তিগত কাজে মোবাইলটি ব্যবহার করেন বলে জানান। কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দীন বলেন, 'এই ফোনটি আসলে আমার নয়। আমার এক আত্মীয়ের। আপাতত কয়েকদিন আমার কাছে রয়েছে।' নিষিদ্ধ হবার পরও কেন ডিউটিরত অবস্থায় তাদের কাছে?— এ প্রশ্ন করা হলে কোনো সন্তোষজনক জবাব তারা দিতে পারেনি।

বাংলাদেশের আইন রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীটির নাম পুলিশ। ঘুষ খাওয়ার কথা নয় কিন্তু খায়। সন্ত্রাসী ধরার কথা কিন্তু ধরার আগেই তারা ফোন করে জানিয়ে দেয়। এমন সব বেআইনি এবং অনৈতিক কাজ সব সময়টি করে পুলিশ। আইন রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ যে কতটা বেআইনি কাজ করে তার সর্বশেষ প্রমাণ মোবাইল ব্যবহার।

সব সরকারের পতনের পেছনেই পুলিশের একটা বড় ভূমিকা থাকে। ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর সবাই সেটা বুঝতে পারে। বর্তমান বিএনপি সরকারের ক্ষেত্রেও কী তাই ঘটবে?